আমাদের চারপাশের সৃষ্টি জগতের মাঝে মহান আল্লাহর একত্ববাদের অসংখ্য নমুনা বিদ্যমান।

বাস্তব উদাহরণ সহ একত্ববাদ এর প্রমাণ উল্লেখ করে একটি পোস্টার তৈরি করো।

ইসলামের সর্বপ্রথম বিষয় হলো আকাইদ. ইসলামের মূল বিষয় গুলোর উপর মনেপ্রাণে বিশ্বাস করাকেই আকাইদ বলা হয়।

আকাইদের এসবগুলো বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করলে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করতে পারবে।

অর্থাৎ তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, আসমানি কিতাব, ফেরেশতা ইত্যাদির উপর বিশ্বাস স্থাপন করার নাম আকাইদ।

যে এসব বিষয়ে বিশ্বাস করে সে-ই ইসলামের প্রবেশকারী বা মুসলমান।

তাওহীদ শব্দের অর্থ একত্ববাদ। মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করার নামই হলো তাওহিদ।

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা এক। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি আমাদের স্রষ্টা, সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রিজিকদাতা।

তিনি অনাদি ও অনন্ত। তাঁর সমকক্ষ বা সমতুল্য কিছুই নেই। তিনিই একমাত্র মাবুদ

সকল প্রশংসা ও ইবাদত একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। মনেপ্রাণে এরূপ বিশ্বাসকেই তাওহীদ বলা হয়।

আক্বাইদের সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাওহীদ। তাওহীদ বিশ্বাসের মাধ্যমেই মানুষ ঈমান ও ইসলামে প্রবেশ করে।
তাওহিদ এর প্রমাণে উল্লেখ করে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি:-
আমাদের পৃথিবী কত সুন্দর। এতে রয়েছে বিশাল আকাশ, বিস্তৃত মাঠ, বড় বড় পাহাড় পর্বত, প্রবাহমান নদী নালা, সাগর মহাসাগর। আল্লাহ তা'আলাই এসব কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্তা। মহাজগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা তাঁরই দান।

পৃথিবীর সকল কিছুর স্রষ্টাও তিনিই। আর পশু পাখি, গাছপালা সবকিছুর নিয়ন্ত্রক তিনি। তিনিই সবকিছু জানেন, করেন। বরং তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। এ সবকিছুতে যদি একের বেশি নিয়ন্তা থাকতো, তবে, নানা রকম বিশৃঙ্খলা দেখা দিত।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন-
যদি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে, আল্লাহ ব্যতীত বহু ইলাহ থাকতো তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত।
একাধিক স্রষ্টা থাকলে তারা তাদের সৃষ্টিকে নিয়ে আলাদা হয়ে যেতো। যেমন আগুনের স্রষ্টা আগুন নিয়ে পৃথক হয়ে যেতো। অতঃপর সমস্ত কিছুকে আগুন দ্বারা জ্বালিয়ে দিয়ে তার নিজ ক্ষমতা প্রকাশ করতেন।

তেমনি মহাসাগরের স্রষ্টা আরা পৃথিবী তার সৃষ্টি দ্বারা ডুবিয়ে দিতে চাইতেন। এভাবে স্রষ্টাগণ নিজ নিজ সৃষ্টি দ্বারা অন্যের উপর বিজয়ী হতে চাইতেন। ফলে আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যেত। পৃথিবীর সকল কিছুই ধ্বংস হয়ে যেত।

সাধু ভাষার বৈশিষ্ট্য

১। সাধু ভাষা ক্রিয়াপদের রূপ পূর্ণাঙ্গ। যেমন:- করিয়াছি, গিয়াছি।

২। সাধু ভাষা সর্বনাম পদের রূপ পূর্ণাঙ্গ। যেমন:- তাহার, তাহারা, আমাদের।

৩। সাধু ভাষায় অনুসর্গের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন:- হইতে, দিয়া।

৪। সাধু ভাষায় তৎসম শব্দের (সংস্কৃত শব্দ) প্রয়োগ বেশি। যেমন:- শুষ্ক, মস্তক, মৃত।

৫। সাধু ভাষার উচ্চারণ গুরুগম্ভীর।

উদ্দীপকের অনুচ্ছেদটি সাধু ভাষায় রচিত, অনুচ্ছেদটিতে ব্যবহৃত সর্বনাম ক্রিয়াপদ, অব্যয় ও তৎসম শব্দগুলো নিচে চিহ্নিত করা হলো:-

সর্বনাম পদ = তাহা

ক্রিয়া পদ = লইলাম, আসিয়া, দিয়া, করিয়া, লইয়াছে।

অব্যয় পদ = সহিত, ইতোমধ্যে

তৎসম পদ = আমাত, মস্তক, সুন্দর

উপসংহার = সাধু ভাষার বৈশিষ্ট্য অনুসারে, সাধু ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পূর্ণাঙ্গ রূপ ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত অংশটিতেও সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পূর্ণাঙ্গ রূপ ব্যবহৃত হয়েছে (যেমন- তাহা, আসিয়া, করিয়া ইত্যাদি) আবার, সাধু ভাষার অনুসর্গে পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়। অনুচ্ছেদটিতেও অনুসর্গের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়েছে যেমন- দিয়া)। তাছাড়াও অনুচ্ছেদটিতে কিছু তৎসম শব্দের প্রয়োগ রয়েছে। যা থেকে খুব সহজেই বোঝা যায়- উল্লিখিত অংশটি সাধুরীতিতে রচিত।